সংগ্রহ বিভাগ, খাদ্য অধিদপ্তর
মহাপরিচালক, খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা
উপস্থাপন করুন
প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিন
মন্তব্যসহ উপস্থাপন করুন
.........দিনের মধ্যে পেশ করুন
জরুরীভাবে ব্যবস্থা নিন।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
খাদ্য মন্ত্রণালয়
অভ্যন্তরীণ সংগ্রহ শাখা
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

অভ্যন্তরীণ বোরো ২০২২ সংগ্রহ ও বাজার মনিটরিং সংক্রান্ত অনলাইন মতবিনিময় সভার কার্যবিবরণী।

সভাপতি	: জনাব মোঃ মজিবর রহমান, সচিব (রুটিন দায়িত্ব), খাদ্য মন্ত্রণালয়;
প্রধান অতিথি	: জনাব সাধন চন্দ্র মজুমদার, এমপি, মাননীয় মন্ত্রী, খাদ্য মন্ত্রণালয়;
তারিখ	: ২৯.০৫.২০২২ খ্রি., ৩০.০৫.২০২২ খ্রি.,০১.০৬.২০২২ ও ০২.০৬.২০২২ খ্রি.
সময়	: সকাল ১১.০০ ঘটিকা ও ৩.০০ ঘটিকা
উপস্থিতি	: পরিশিষ্ট 'ক'

বর্ণিত তারিখসমূহে মাননীয় মন্ত্রী ও সচিব (রুটিন দায়িত্ব), খাদ্য মন্ত্রণালয় পর্যায়ক্রমে রাজশাহী, রংপুর, বরিশাল, খুলনা, ঢাকা, ময়মনসিংহ, চট্টগ্রাম ও সিলেট বিভাগের বিভাগীয় কমিশনার, জেলা প্রশাসক, জেলা টাস্কফোর্স কমিটি, সংগ্রহ ও মনিটরিং কমিটির সদস্যবৃন্দ, আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক, জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক ও মিলমালিক প্রতিনিধিবৃন্দের সাথে অনলাইন মতবিনিময় সভা করেন। সভায় খাদ্য অধিদপ্তরের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ ও মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব পর্যায়ের কর্মকর্তাগণ অংশগ্রহণ করেন।

২। সভার সভাপতি ও সচিব (রুটিন দায়িত্ব), খাদ্য মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কমিশনার, জেলা প্রশাসক, জেলা টাস্কফোর্স কমিটি, সংগ্রহ ও মনিটরিং কমিটির সদস্যবৃন্দ, আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক, জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক, মিলমালিক প্রতিনিধিবৃন্দ ও সংযুক্ত সকলকে স্বাগত জানান। তিনি অবহিত করেন যে, অভ্যন্তরীণ বোরো সংগ্রহ মৌসুমে ধান, সিদ্ধ চাল ও আতপ চাল সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা যথাক্রমে ৬,৫০,০০০ মে.টন, ১১,০০,০০০ মে.টন ও ৫০,০০০ মে.টন। এ লক্ষ্যমাত্রা সফল করার জন্য ইতোমধ্যে খাদ্য মন্ত্রণালয় হতে ১৩ টি নির্দেশনা সম্বলিত পরিপত্র জারি করা হয়েছে। পরিপত্রে উল্লেখিত ১৩টি নির্দেশনার মধ্যে ৩ নম্বর ক্রমিকের নির্দেশনা বিশেষভাবে উল্লেখ করে বলেন যে, ৩০ জুন ২০২২ এর মধ্যে ৭০%, জুলাই ২০২২ এর মধ্যে ৯০% এবং আগস্ট ২০২২ এর মধ্যে ১০০% চাল সংগ্রহ সম্পন্ন করার জন্য (তারিখ, পরিমাণ, সময়ভিত্তিক (period) সিডিউল প্রস্তুতপূর্বক) জেলা, উপজেলা ও গুদামভিত্তিক রোডম্যাপ তৈরি ও সে অনুসারে সংগ্রহ সম্পন্ন করতে হবে। এ পর্যায়ে তিনি মাননীয় মন্ত্রীকে সভার প্রারম্ভিক বক্তব্য প্রদানের জন্য অনুরোধ করেন।

৩। মাননীয় মন্ত্রী সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে বক্তব্য শুরু করেন এবং ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনে শহিদ, ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধে ত্রিশ লক্ষ শহিদ ও সম্ভ্রমহারা ২ লক্ষ মা-বোন এবং ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট নির্মমভাবে নিহত বঙ্গবন্ধুর পরিবারের সদস্যবৃন্দ, জাতীয় চার নেতাসহ শাহাদাতবরণকারী সকলের আত্মার শান্তি কামনা করেন। তিনি বিভাগীয় কমিশনার, জেলা প্রশাসক, জেলা টাস্কফোর্স কমিটি, সংগ্রহ ও মনিটরিং কমিটির সদস্যবৃন্দ, আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক, জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক, মিলমালিক প্রতিনিধিবৃন্দ, সাংবাদিকসহ সংযুক্ত সকলকে স্বাগত জানান। তিনি সভায় অবহিত করেন যে, সংগ্রহ অভিযান প্রতি বছরই করা হয়, এটা নতুন কিছু নয়। বিভাগীয় কমিশনার ও জেলা প্রশাসকবৃন্দ, জেলা ও উপজেলার দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণ জাতীয় মজুত গড়ে তোলার লক্ষ্যে সকলেই সম্মিলিতভাবে কাজ করছেন। তিনি সংগ্রহ পরিকল্পিতভাবে করার এবং মাঠ পর্যায়ের কোনো কর্মকর্তার কারণে

যেন কৃষক হয়রানির শিকার না হয় তা নিশ্চিত করাসহ শান্তিপূর্ণভাবে ধান দিতে পারে সে দিকে লক্ষ্য রাখার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি অনুরোধ জানান। একই সাথে মিলমালিকগণ যেন হয়রানি না হন সে দিকেও দৃষ্টি দিতে হবে মর্মে উল্লেখ করেন। বাধ্যতামূলকভাবে ব্যবসায়ীদের খাদ্যশস্য লাইসেন্স গ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে এবং খাদ্য শস্য ব্যবসায়ীদের প্রতি ৭ (সাত) দিনের ক্রয় ও বিক্রয় প্রতিবেদন খাদ্য বিভাগে প্রেরণ নিশ্চিত করতে হবে। কেউ যাতে অনুমোদিত পরিমাণের অধিক পরিমাণ খাদ্য শস্য অবৈধভাবে মজুত করতে না পারে তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে মনিটরিং জোরদার করতে হবে। তিনি চুক্তিকৃত মিলমালিকদের উদ্দেশ্যে জানান নিম্নমানের চাল খাদ্য গুদামে নিতে যেন অনুরোধ না করেন। যে সকল মিলমালিক বোরো সংগ্রহ মৌসুমে চুক্তির চাল শতভাগ সরবরাহ করবেন তাদেরকে পুনঃবরাদ্দ প্রদান করা হবে মর্মে মাননীয় মন্ত্রী জানান। তিনি বলেন বাজার মনিটরিং গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। ইতঃপূর্বে ফুড গ্রেইন লাইসেন্স এর বিষয়ে নির্দেশনা দেয়া আছে তারপরও ফুড গ্রেইন লাইসেন্স না থাকলে লাইসেন্স প্রদান করতে হবে। ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যয়ে খাদ্য বিভাগের প্রতিটি কাজ ডিজিটালাইজ করা হচ্ছে। এরই অংশ হিসেবে কৃষকের দোড় গোড়া থেকে ধান সংগ্রহের জন্য কৃষকের অ্যাপের মাধ্যমে ধান সংগ্রহ চলমান রয়েছে। তিনি আরো বলেন আর্দ্রতা পরিমাপক যন্ত্র যদি কৃষকের দোড়গোরায় পৌঁছে দেয়া যায় তাহলে প্রতিটি মৌসুমে ধান সংগ্রহ কার্যক্রম আরো ত্বরান্বিত হবে। নির্ধারিত সংগ্রহ পরিকল্পনা অনুযায়ী সংগ্রহ সফল করার জন্য তিনি সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিকভাবে কাজ করার অনুরোধ করেন।

৪। প্রতিটি মতবিনিময় সভায় সকল বিভাগীয় কমিশনার বিভাগীয় পর্যায়ের প্রস্তুতি সম্পর্কে অবহিত করেন।

জনাব জি এস এম জাফরউল্লাহ্ এনডিসি, বিভাগীয় কমিশনার, রাজশাহী, সংগ্রহ কার্যক্রম চলাকালীন অনলাইন মতবিনিময়ের মতো সময়োপযোগী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার জন্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। তিনি কোনো গুজবে কান না দিয়ে দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে সকলকে একসঙ্গে কাজ করার অনুরোধ করেন।

জনাব মোঃ ফজলুল কবীর, পরিচালক, স্থানীয় সরকার, রংপুর বিভাগ সভায় অবহিত করেন জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে সংগ্রহ সংক্রান্ত সভা সম্পন্ন হয়েছে। বোরো সংগ্রহ সফল করতে পারবেন বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

জনাব মো: ইসমাইল হোসেন এনডিসি, বিভাগীয় কমিশনার, খুলনা সংযুক্ত সকলকে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানান। তিনি এ বিভাগের জেলা প্রশাসকগণ যেভাবে কাজ করে যাচ্ছেন তাতে অভ্যন্তরীণ বোরো সংগ্রহ ২০২২ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে শতভাগ সফল হবে আশাবাদ ব্যক্ত করেন। তিনি সভায় অবহিত করেন যে, মাঠ প্রশাসনের সাথে খাদ্য বিভাগের কর্মকর্তাদের সুসমন্বয় রয়েছে এবং সংগ্রহ সফল করার লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ প্রতিনিয়ত কাজ করে যাচ্ছেন। জাতির পিতার স্বপ্ন বাস্তবায়নে এ বিভাগের সকল কর্মকর্তা কাজ করে যাচ্ছেন বলে তিনি সভায় অবহিত করেন।

জনাব দেবজিৎ সিংহ, অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (সার্বিক), সিলেট সভায় অবহিত করেন যে, অবৈধ মজুতদারদের বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্স নীতি গ্রহণ করা হয়েছে। এছাড়াও সংগ্রহ কার্যক্রম নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সফল হবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

জনাব মোঃ আশরাফ উদ্দিন, বিভাগীয় কমিশনার, চট্টগ্রাম যথাসময়ে মতবিনিময় সভা আহ্বান করার জন্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। তিনি সভায় অবহিত করেন যে, অবৈধ মজুতের বিরুদ্ধে জেলা প্রশাসক, নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট ও উপজেলা নির্বাহী অফিসারবৃন্দ কাজ করে যাচ্ছেন। তিনি সংগ্রহ কার্যক্রম সফল করার জন্য মিলমালিক ও ব্যবসায়ীদের সহযোগীতা কামনা করেন। খাদ্যশস্য ব্যবসায়ীদের প্রতি ৭ (সাত) দিনের ক্রয়-বিক্রয় প্রতিবেদন খাদ্য বিভাগে প্রেরণ নিশ্চিত করাসহ নিয়মিত মনিটরিং করার জন্য জেলা প্রশাসকবৃন্দকে

অনুরোধ করেন। তিনি জানান খাদ্য মন্ত্রণালয়ের সকল নির্দেশনা নিয়মিত পালন করার জন্য এ বিভাগের সকল কর্মকর্তা সদা প্রস্তুত।

জনাব জহিরুল ইসলাম, অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (উন্নয়ন ও এপিএমবি), ঢাকা জানান এ বিভাগের ১৩টি জেলার সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা ও চুক্তি সম্পাদনের হার সন্তোষজনক এবং সংগ্রহ লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের হার ১৮-২০%। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে শতভাগ সংগ্রহ সফল হবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেন। সভায় যে বিস্তারিত আলোচনা হবে তা জেলা প্রশাসকবৃন্দের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করার প্রচেষ্ঠা চালাবেন বলে সভায় অবহিত করেন।

জনাব মোঃ শফিকুর রেজা বিশ্বাস, বিভাগীয় কমিশনার, ময়মনসিংহ জানান খাদ্য মন্ত্রণালয়ের সকল নির্দেশনা পালন করার জন্য সচেষ্ট থাকবেন। এছাড়াও এ বিভাগের চালকল মালিকদের উপস্থাপিত সমস্যা সমাধান করবেন বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

জনাব মোঃ মাহাবুব উল্লাহ মজুমদার, সহকারী কমিশনার (সাধারণ, আইসিটি, হিসাব শাখা ও ফ্রন্টডেস্ক), বিভাগীয় কমিশনার এর কার্যালয় বরিশাল জানান মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের সকল নির্দেশনা বিভাগীয় কমিশনার মহোদয়কে অবহিত করবেন যাতে প্রদত্ত নির্দেশনা যথাসময়ে বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয়।

৫। অনুষ্ঠিত সভাগুলোতে বিভাগের জেলা প্রশাসকগণ চলতি বোরো ধান ও চালের সরকারি মূল্য নিয়ে সন্তুষ্টি প্রকাশ করেন এবং ধান ও চাল সংগ্রহ অভিযান সফল করার জন্য মাঠ পর্যায়ে প্রস্তুতি সম্পর্কে অবহিতকরণসহ করণীয় বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ মতামত প্রদান করেন। জেলা প্রশাসকবৃন্দ যথাসময়ে বরাদ্দ বিভাজনসহ প্রযোজনীয় দিক নির্দেশনা প্রদান এবং অনলাইন মতবিনিময় সভার মাধ্যমে সকল বিষয়ে স্পষ্টীকরণের জন্য মাননীয় মন্ত্রী ও সচিব মহোদয়ের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়ে অভ্যন্তরীণ বোরো সংগ্রহ ২০২২ মৌসুমে সংগ্রহ সফল করার জন্য খাদ্য বিভাগের কর্মকর্তাগণকে সর্বোচ্চ সহযোগিতা প্রদানের অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন। সভায় আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক ও জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকগণ আলোচনায় অংশগ্রহণ করে প্রস্তুতিমূলক কার্যক্রমের অগ্রগতিসহ চলতি বোরো সংগ্রহ সফল করার বিষয়ে মতামত ব্যক্ত করেন।

৬। সভায় জেলার মিলমালিক প্রতিনিধিবৃন্দ এবারের ধান ও চালের মূল্য নিয়ে সন্তুষ্টি প্রকাশ করেন এবং নির্ধারিত সময়ের মধ্যে চুক্তি সম্পাদন করে নির্ধারিত সময়ের পূর্বেই ধান ও চাল সরবরাহ করার প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করেন। এছাড়াও বেশ কয়েকজন মিলমালিক শুল্ক কমিয়ে বৈদেশিক চাল আমদানি করার জন্য অনুরোধ করেন।

৭। খাদ্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক, অতিরিক্ত মহাপরিচালক ও পরিচালকবৃন্দ সার্বিক ব্যবস্থাপনার বিষয়ে বক্তব্য উপস্থাপন করেন।

পরিচালক (সংগ্রহ), খাদ্য অধিদপ্তর জানান, ৩১ আগস্ট ২০২২ তারিখ পর্যন্ত ধান ও চাল সংগ্রহের সময়সীমা নির্ধারিত আছে। এই সময়ই ধান থেকে চাল রুপান্তরের উপযুক্ত পরিবেশ থাকে। মন্ত্রণালয় থেকে গত ১১ মে ২০২২ তারিখে জারিকৃত পরিপত্র মোতাবেক রোডম্যাপ করে ধান ও চাল সংগ্রহ কার্যক্রম পরিচালনা করার জন্য সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক ও জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকগণকে অনুরোধ করেন। গত বোরো সংগ্রহ মৌসুমে যেভাবে শতভাগ সংগ্রহ সফল করেছেন সেই আন্তরিকতা নিয়ে এ বোরো সংগ্রহ মৌসুমেও কাজ করার জন্য মাঠ পর্যায়ের সকল কর্মকর্তাকে অনুরোধ করেন।

অতিরিক্ত মহাপরিচালক, খাদ্য অধিদপ্তর জানান সাম্প্রতিক সময়ে সকল বিভাগ ও জেলায় লাইসেন্সবিহীন ও অবৈধ মজুতদারদের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করা হচ্ছে তার জন্য তিনি সকল বিভাগীয় কমিশনার ও জেলা

প্রশাসকের সহযোগীতার জন্য তাঁদের প্রতি ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। বোরো সংগ্রহ কার্যক্রম চলাকালীন কোনো মিলমালিক হয়রানির স্বীকার হলে তা তাৎক্ষণিকভাবে অধিদপ্তরে জানানোর জন্য অনুরোধ করেন।

মহাপরিচালক, খাদ্য অধিদপ্তর জানান, কেউ যেন অবৈধ মজুত করতে না পারে এবং কৃত্রিম সঙ্কট করে চালের মূল্য বৃদ্ধি করতে না পারে এ বিষয়ে ইতোমধ্যে মাঠ পর্যায়ে মনিটরিং কার্যক্রম চলমান রয়েছে। খাদ্য গুদামগুলোতে কৃষক বান্ধব পরিবেশ সৃষ্টি করার জন্য তিনি খাদ্য বিভাগীয় কর্মকর্তাদের অনুরাধ জানান। এছাড়াও খাদ্য মন্ত্রণালয়ের কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী সংগ্রহ কার্যক্রম নির্ধারিত তারিখের পূর্বেই সম্পন্ন করার জন্য বিভাগ, জেলা ও উপজেলার সকলকে আন্তরিকতার সাথে সম্মিলিতভাবে কাজ করার অনুরোধ জানান। ফুড গ্রেইন লাইসেন্স ছাড়া যেন কেউ ব্যবসা বা মজুত করতে না পারে সে বিষয়ে তিনি মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের পুনরায় নির্দেশনা প্রদান করেন।

অতঃপর বিস্তারিত আলোচনা শেষে নিম্নলিখিত সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয়:

১। বোরো ২০২২ সংগ্রহ মৌসুমে ধান ও চালের লক্ষ্যমাত্রা শতভাগ অর্জন নিশ্চিত করতে হবে;

২। অভ্যন্তরীণ খাদ্য শস্য সংগ্রহ নীতিমালা ২০১৭ অনুসারে বিনির্দেশ সম্মত ধান ও চাল সংগ্রহ নিশ্চিত করতে হবে। কোনোভাবেই বিনির্দেশ বহির্ভূত ধান ও চাল ক্রয় করা যাবে না;

৩। খাদ্য মন্ত্রণালয়ের ১১ মে ২০২২ তারিখের পরিপত্র মোতাবেক সংগ্রহ পরিকল্পনা তৈরি করে দ্রুততার সাথে জেলা, উপজেলা ও গুদামভিত্তিক রোডম্যাপ তৈরি ও সে অনুসারে সংগ্রহ সম্পন্ন করতে হবে;

৪। তৈরিকৃত রোডম্যাপ সংশ্লিষ্ট জেলা ও উপজেলার খাদ্য বিভাগের ওয়েবসাইটে আবশ্যিকভাবে আপলোড করতে হবে;

৫। কৃষি মন্ত্রণালয়ের মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাগণ চলতি বোরো সংগ্রহ ২০২২ মৌসুমে বন্যা ও প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে সৃষ্ট ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ সঠিকভাবে নিরুপণ করে স্থানীয় প্রশাসনকে অবহিত করবেন;

৬। পরিদর্শনকালে লাইসেন্সবিহীন ধান ও চাল এর ব্যবসায়ী পাওয়া গেলে স্পটে লাইসেন্স প্রদান করতে হবে;

৭। বিভাগ, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে গঠিত সংগ্রহ ও মনিটরিং কমিটির সদস্যগণ আবশ্যিকভাবে চালের মূল্য বৃদ্ধি ও অবৈধ মজুত রোধে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন;

৮। ধান ও চালের বর্তমান বাজারমূল্য নিয়ন্ত্রণ রাখতে শুল্কমুক্ত আমদানির প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে;

৯। ধান সংগ্রহকালে গুদাম কর্মকর্তা ও কর্মচারী কর্তৃক কোনো কৃষক যাতে হয়রানির শিকার না হন সেটি নিশ্চিত করতে হবে। একইসাথে মিলারবৃন্দ যেন হয়রানির শিকার না হয় সে বিষয়টিও নিশ্চিত করতে হবে;

১০। সংগ্রহকালে কৃষকের নিকট থেকে অতিরিক্ত ধান বা ধলতা নেওয়া যাবে না এবং এরুপ প্রমাণিত হলে সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে;

১১। বাধ্যতামূলকভাবে ব্যবসায়ীদের খাদ্যশস্য লাইসেন্স গ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে এবং খাদ্যশস্য ব্যবসায়ীদের প্রতি ৭ দিনের ক্রয় ও বিক্রয় প্রতিবেদন খাদ্য বিভাগে প্রেরণ নিশ্চিত করতে হবে। কেউ যাতে অনুমোদিত পরিমাণের অধিক পরিমাণ খাদ্যশস্য অবৈধভাবে মজুত করতে না পারে তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে মনিটরিং জোরদার করতে হবে;

১২। গুদামে স্থান সঙ্কুলান না হলে চলাচল সূচি প্রণয়ন নীতিমালা, ২০০৮ অনুসারে জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক, আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক, মহাপরিচালক, খাদ্য অধিদপ্তর স্ব স্ব অধীক্ষেত্রে দ্রুততার সাথে স্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে বিধি মোতাবেক চলাচল সূচি জারি করবেন;

১৩। প্রতিদিন বিকেলে সকল আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক দপ্তর থেকে ধান ও চাল সংগ্রহের তথ্য ও দৈনিক বাজারদর ই-মেইলে খাদ্য অধিদপ্তরের সংগ্রহ বিভাগে প্রেরণ নিশ্চিত করতে হবে;

১৪। অ্যাপের মাধ্যমে ধান সংগ্রহের জন্য অ্যাপের প্রচার বৃদ্ধি করতে হবে। এছাড়াও ধান সংগ্রহের বিষয়টি মাইকিং, লিফলেট বিতরণ, স্থানীয় কেবল টিভি স্ক্রলে প্রদর্শন প্রভৃতি উপায়ে বহুল প্রচারণার জন্য সার্বিক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে;

১৫। কোনোভাবেই বরাদ্দ আদেশ পেন্ডিং রাখা যাবে না। মিলামালিকগণের সাথে চুক্তি সম্পাদনের পর দ্রুত চালের বরাদ্দপত্র প্রদান নিশ্চিত করতে হবে;

১৬। ধান সংগ্রহের পর দ্রুত ছাঁটাইয়ের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে;

১৭। উপজেলা পরিষদের বার্ষিক উন্নয়ন তহবিলের কৃষি খাতের অর্থ থেকে আর্দ্রতা পরিমাপক যন্ত্র ক্রয়পূর্বক কৃষি বিভাগ ও ইউনিয়ন পরিষদের মাধ্যমে কৃষকদের ধানের নমুনার আর্দ্রতা পরিমাপে সহযোগিতা করতে হবে;

১৮। চলতি মৌসুমে যেসকল মিলমালিক নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বেই বিনির্দেশ সম্মত চাল সরবরাহ সম্পন্ন করবেন তাদের প্রণোদনা হিসেবে বরাদ্দকৃত চাল পুনরায় বরাদ্দ প্রদান করা হবে;

১৯। সংগৃহীত প্রতিটি চালের বস্তায় সর্বশেষ নির্দেশনা অনুযায়ী স্টেনসিল প্রদান নিশ্চিত করতে হবে;

২০। জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক ও আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রকের নিবিড় মনিটরিং অব্যাহত রাখতে হবে এবং পাশাপাশি মন্ত্রণালয়ের ও খাদ্য অধিদপ্তরের কর্মকর্তাগণ সংগ্রহ কার্যক্রম মনিটরিং করবেন;

২১। সংগ্রহকাজে সংশ্লিষ্ট সকলকে শতভাগ দুর্নীতিমুক্ত থেকে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে হবে;

২২। অভ্যন্তরীণ খাদ্যশস্য সংগ্রহ সংক্রান্ত নীতিমালা এবং এতদসংক্রান্ত বিষয়ে মন্ত্রণালয়ের ও খাদ্য অধিদপ্তরের সময়ে সময়ে জারীকৃত নির্দেশনা যথাযথভাবে প্রতিপালন করতে হবে;

২৩। উক্ত নির্দেশনা সকল বিভাগের জন্য প্রযোজ্য হবে।

অতঃপর মাননীয় মন্ত্রী জনাব সাধন চন্দ্র মজুমদার, এমপি এবং সভার সভাপতি সকল বিভাগীয় কমিশনার, জেলা প্রশাসক, মিলমালিক প্রতিনিধিসহ সভায় সংযুক্ত সকল কর্মকর্তাকে ধন্যবাদ জানিয়ে এবং অবৈধ মজুত বিরোধী অভিযান জোরদার করাসহ সংগ্রহ লক্ষ্যমাত্রা শতভাগ সফল করতে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা গ্রহণের আহ্বান জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

০২/০৮/২০২২

মোঃ মজিবর রহমান
সচিব (রুটিন দায়িত্ব)
খাদ্য মন্ত্রণালয়।

স্মারক নম্বর : ১৩.০০.০০.০০০০.০৪৩.৩৫.০০১.২২. ০৩(৮-৫) তারিখ : ১৯ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৯ / ০২ জুন ২০২২

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়) :

১। মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ;
২। প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়;
৩। সিনিয়র সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়;
৪। বিভাগীয় কমিশনার (সকল);
৫। মহাপরিচালক (গ্রেড-১), খাদ্য অধিদপ্তর;
৬। অতিরিক্ত সচিব (সকল), খাদ্য মন্ত্রণালয়;
৭। মহাপরিচালক (এফপিএমইউ), খাদ্য মন্ত্রণালয়;
৮। জেলা প্রশাসক (সকল);
৯। মন্ত্রীর একান্ত সচিব, মন্ত্রীর দপ্তর, খাদ্য মন্ত্রণালয়;
১০। সচিবের একান্ত সচিব, সচিবের দপ্তর, খাদ্য মন্ত্রণালয়;

2.06.22
শারমিন ইয়াসমিন
সিনিয়র সহকারী সচিব

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
খাদ্য অধিদপ্তর, সংগ্রহ বিভাগ
১৬, আব্দুল গণি রোড, ঢাকা
www.dgfood.gov.bd

স্মারক নং ১৩.০১.০০০০.০৯১.৪৫.৪২৯.২২. ৮০৭(২৫) তারিখ: ২০/০৬/২০২২ খ্রি:।

অনুলিপিঃ
১) সচিব, খাদ্য মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২) অতিরিক্ত মহাপরিচালক, খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা।
৩) পরিচালক (সকল), খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা।
৪) মন্ত্রীর একান্ত সচিব, খাদ্য মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা। মাননীয় খাদ্যমন্ত্রীর সদয় অবগতির জন্য।
৫) আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক (সকল)। মতবিনিময় সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ সংশ্লিষ্ট সকলকে অবহিতপূর্বক পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হলো
৬) সিনিয়র সহকারী সচিব , অভ্যন্তরীন সংগ্রহ শাখা, খাদ্য মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৭) সিস্টেম এনালিস্ট, কম্পিউটার নেটওয়ার্ক ইউনিট, খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা। পত্রটি জরুরিভিত্তিতে খাদ্য অধিদপ্তরের ওয়েব সাইটে প্রকাশের জন্য অনুরোধ করা হলো।
৮) মহাপরিচালক এর একান্ত সচিব, খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা। মহাপরিচালক মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য।

২০/০৬/২০২২
(মোঃ রায়হানুল কবীর)
পরিচালক
সংগ্রহ বিভাগ
খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা।
২০/৬/২২